বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন পত্রিকা
৪র্থ বর্ষ ২য় সংখ্যা কার্তিক ১৩৯৭

লোক-প্রশাসন প্রক্রিয়ায় ইসলামের দৃষ্টিভংগী

আবদুন নূর*

ভূমিকা

প্রতিটি রাষ্ট্রে সরকারের নীতি ও কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য কর্মচারী ও বিধি-বিধানের একটি সংশ্রয় (Network) সংগঠিত করা প্রয়োজন হয় যা সমষ্টিগতভাবে লোক-প্রশাসন বা আমলাতন্ত্র হিসেবে পরিচিত। Dwight Waldo লোক-প্রশাসনকে সংজ্ঞায়িত করেছেন সরকারের অভিপ্রায় বা নীতিকে কার্যকর করার জন্য প্রয়োজনীয় কর্মকাণ্ডের একটি প্রক্রিয়া হিসাবে।[১] অপর এক লোক-প্রশাসনবিদের মতে, লোক-প্রশাসক বা সরকারী আমলাগণ যা করেন তাই হচ্ছে লোক-প্রশাসন।[২] মোটামুটিভাবে বলা যায়, লোক-প্রশাসন হচ্ছে একটি সুসংগঠিত সরকারী কর্মী বাহিনী যারা নীতি প্রণয়নে সরকারকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান এবং প্রণীত নীতিসমূহের যথাযথ বাস্তবায়নে কার্যকর ভূমিকা পালন করে থাকেন। এটি হচ্ছে মূলত সরকারী কর্মচারীদের একটি কাঠামোগত কর্ম-প্রক্রিয়া। লোক-প্রশাসন তত্ত্বের একজন প্রাথমিক উদ্যোক্তা Henry Fayol-এর মতে, লোক-প্রশাসন প্রক্রিয়াকে বুঝার প্রকৃষ্ট উপায় হচ্ছে এর ব্যবস্থাপনা কার্যাবলীকে অধ্যয়ন করা। তিনি একটি সংগঠনের প্রশাসনিক প্রক্রিয়ায় পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থাপনা কর্মকে চিহ্নিত করেছেন। এগুলো হচ্ছে : পরিকল্পনা প্রণয়ন, সংগঠিতকরণ, নির্দেশনা প্রদান, সমন্বয় ও নিয়ন্ত্রণ।[৩] পরবর্তীকালে বিশিষ্ট লোক-প্রশাসনবিদ Luther Gulick ১৯৩৭ সালে প্রণীত একটি রিপোর্টে প্রশাসন প্রক্রিয়ার ৭টি কর্মকাণ্ডকে তাঁর বিখ্যাত আদ্যক্ষর POSDCORB-এর মাধ্যমে উপস্থাপন করেন।[৪] তবে Fayol, Gulick, Koontz ও O'Dunnel, Kast ও Rosenweig এবং Stephen P. Robbins প্রমুখ লোক-প্রশাসনবিদদের মতামত পর্যালোচনা করে লোক-প্রশাসন প্রক্রিয়াকে প্রধানত চারটি সমন্বিত কর্মকাণ্ডের একটি সমষ্টি বলা যায়। এগুলো হচ্ছে : (১) পরিকল্পনা প্রণয়ন ; (২) সংগঠিতকরণ; (৩) নেতৃত্ব প্রদান; ও (৪) নিয়ন্ত্রণ বা জবাবদিহি (সারণি – ১)।

পরম্পরাগতভাবে, 'দক্ষতার' সাথে (Efficiency) এবং যতদূর সম্ভব 'স্বল্পতম ব্যয়ে' (Economy) সরকারের আইন ও নীতিসমূহের যথাযথ বাস্তবায়নই হচ্ছে লোক-প্রশাসনের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়।[৫] কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও সমাজের বঞ্চিত

---

* অধ্যাপক, লোক-প্রশাসন বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম।

জনগোষ্ঠীর প্রতি অবহেলা, ধনী ও গরীবের মধ্যকার ক্রমবর্ধমান ব্যবধান এবং অব্যাহত সামাজিক অস্থিরতার প্রেক্ষাপটে, লোক-প্রশাসনের অন্যতম লক্ষ্য হিসাবে 'সামাজিক ন্যায়বিচার' নিশ্চিত করার ব্যাপারে লোক-প্রশাসকদের নৈতিক মানসিকতা গঠনের উপর ষাটের দশকের শেষের দিকে পরিচালিত "নব লোক-প্রশাসন" আন্দোলন বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করে।[৬] উল্লেখ্য যে, ইসলামের নবী হযরত মোহাম্মদ (সঃ) কর্তৃক মদীনার বুকে প্রতিষ্ঠিত (মানব রচিত প্রথম) সাংবিধানিক সরকার ও প্রশাসন ব্যবস্থারও প্রধান লক্ষ্য ছিল সমাজে 'আদল' বা ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা (আল-কোরআন, ৫৭ : ২৫ ; ১৬ : ৯০)।[৭] আলোচ্য প্রবন্ধে 'সামাজিক ন্যায়বিচার' প্রতিষ্ঠার্থে লোক-প্রশাসন প্রক্রিয়ার উপরোল্লিখিত ৪টি সমন্বিত কর্মকাণ্ডে ইসলামের দৃষ্টিভংগী তুলে ধরার প্রচেষ্টা থাকবে। কেননা শতকরা ৮৮ ভাগ মুসলিম অধ্যুষিত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হিসাবে "অর্থনৈতিক ও সামাজিক ন্যায়বিচার" (অনুচ্ছেদ ৮(১) (এবং সরকার পরিচালনার ভিত্তি হিসাবে "সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাসের" কথা উল্লেখ করা হয়েছে (অনুচ্ছেদ ৮(২))। উপরোক্ত সাংবিধানিক ধারাটি বিশ্লেষণ করলে একথা স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, একটি গণতান্ত্রিক ও কল্যাণমূলক সমাজ গঠন এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌ যে পথনির্দেশনা দিয়েছেন, তার আলোকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের রাষ্ট্রীয় ও প্রশাসনিক কার্যাদি পরিচালিত হবে। H. George Frederickson-এর মতে, কোন দেশের লোক-প্রশাসন প্রক্রিয়ার তাত্ত্বিক বা দার্শনিক ভিত্তি হওয়া উচিত সে দেশের সংবিধান।[৮] অতএব আশা করা যায় যে, এ জাতীয় আলোচনা বাংলাদেশে সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে একটি প্রতিশ্রুতিশীল, কার্যকর ও জবাবদিহিমূলক প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

১. পরিকল্পনা প্রণয়ন (Planning)

লোক-প্রশাসন প্রক্রিয়াটি শুরু হয় পরিকল্পনা প্রণয়নের মধ্য দিয়ে। সংগঠনের লক্ষ্য কি এবং তা কিভাবে অর্জন করা হবে, এ সকল ব্যাপারে আগাম নির্ধারণই হচ্ছে পরিকল্পনা প্রণয়ন। পবিত্র কোরআনে মহান প্রভু আল্লাহ্‌ উল্লেখ করেছেন যে, পৃথিবীতে যা কিছু ঘটছে সবই তাঁর পূর্ব-পরিকল্পনা অনুযায়ীই ঘটছে (সুরা হাদীদ, ৫৭ : ২২)। এ ছাড়াও মানুষের উদ্দেশ্যে কোরআনের স্পষ্ট বক্তব্য হচ্ছে : "নিজ নিজ প্রচেষ্টার বাইরে মানুষের কিছুই প্রাপ্য নেই" (সুরা নজম, ৫৩ : ৩৯), এবং "আল্লাহ তাদের ভাগ্য পরিবর্তন করেন না যারা নিজেরাই নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তনে সচেষ্ট না হয়" (সুরা রা'দ, ১৩ : ১১)। কোরআনের এ সকল আয়াতের মাধ্যমে মহান আল্লাহ মানুষকে

সারণি - ১
লোক-প্রশাসন প্রক্রিয়া

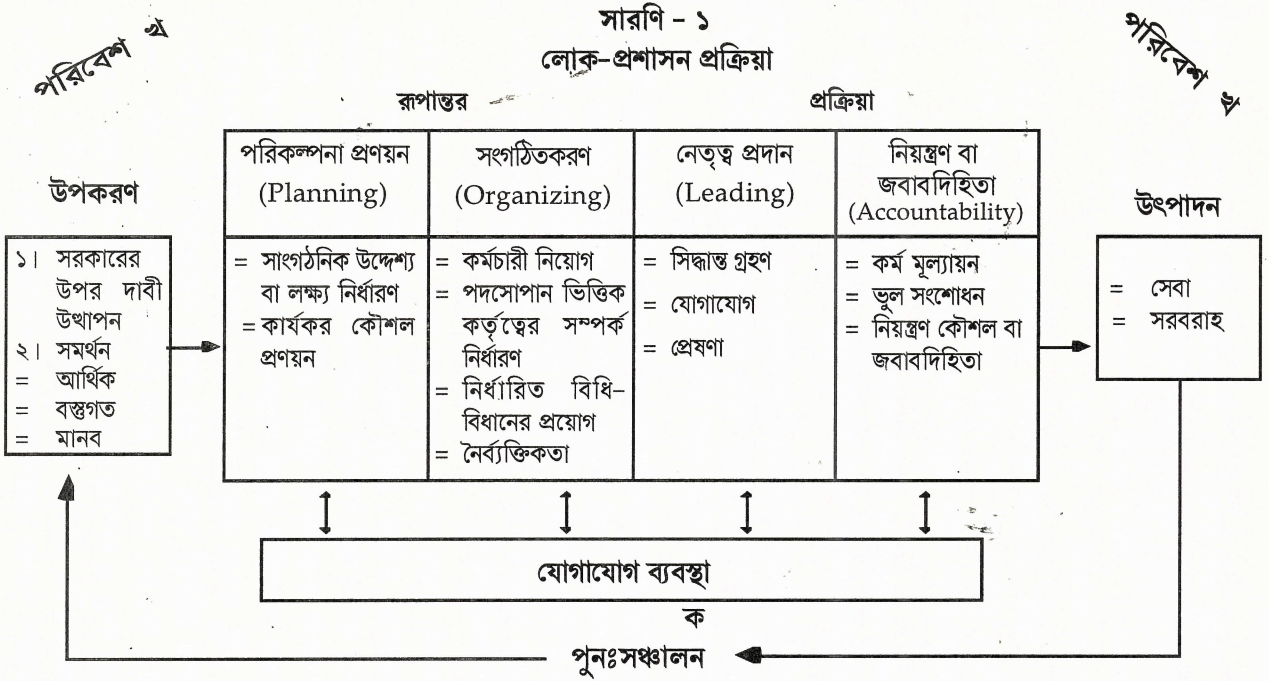

নোট : ক. পুনঃসঞ্চালন পরিবেশের উপর উৎপাদনের প্রভাবকে পর্যালোচনার মাধ্যমে পরবর্তিতে উপকরণকে উপযোগী করে পুনর্গঠিত করে।

খ. পরিবেশের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকে (১) মক্কেল, (২) সেবা ও সরবরাহের ব্যয়, (৩) জনগণ ও সরকারী কর্মকর্তাবৃন্দ যারা প্রতিষ্ঠান, প্রশাসকগণ এবং কর্মসূচিগুলোকে সমর্থন প্রদান বা বিরোধিতা প্রদান করে।

উৎস : অভিযোজিত Ira Sharkansky, *"Public Administration : Policy Making in Government Agencies"*, Third Edition (Chicago: Rand McNally College Publishing Company, 1975), p. 49 ; Harold K. Koontz, Cyril O' Dunnell and Heinz Weihrich, *Management*, Eighth Edition (Singapore : McGraw-Hill Inc., 1984), p. 228 ; Stephen P. Robbins, *The Administrative Process : Integrating Theory and Practice* (New Delhi : Prentice Hall of India, 1978), p. 55.

উন্নতি লাভ বা ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং কর্মোদ্যোগী হওয়ার ব্যাপারে উৎসাহিত করেছেন।

প্রবন্ধের শুরুতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইসলামী প্রশাসনের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে সমাজে 'ন্যায়বিচার' প্রতিষ্ঠা করা। মানুষকে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ্ বলছেন :

> "হে বণি আদম !.....বল ! আমার প্রতিপালক নির্দেশ করেছেন ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার" (সুরা আ'রাফ, ৭ : ২৭ – ২৯) ;
>
> "হে দাউদ ! আমি তোমাকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছি। অতএব, তুমি লোকদের মধ্যে সুবিচার কর এবং খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করোনা, করলে তা তোমাকে আল্লাহ্র পথ থেকে বিচ্যুত করবে" (সুরা সাদ, ৭ : ২৬) ;
>
> "আল্লাহ, তোমাদেরকে নির্দেশ করছেন সকল বিষয়ে 'ন্যায়বিচার' করতে এবং মানুষের 'কল্যাণ' সাধন করতে" (সুরা নাহল, ১৬ : ৯০) ; এবং
>
> "আমি (আল্লাহ্) রসুলদের (পথপ্রদর্শক) প্রেরণ করেছি ন্যায়-নীতির কিতাবসহ (পথনির্দেশিকা) যাতে মানুষ (সমাজে নিজেদের মধ্যে) 'ন্যায়বিচার' কায়েম করে" (সুরা হাদীদ, ৫৭ : ২৫)।

সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিতে নিম্নলিখিত কর্মসূচি উন্নয়ন পরিকল্পনার আওতায় আসবে : ক) সমাজে বসবাসকারী সকলের মৌলিক চাহিদা (অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান ও শিক্ষা) পূরণ ; খ) সমাজ হ'তে দারিদ্র দূরীকরণ ; গ) সমাজে ধনী ও গরীবের মধ্যকার ব্যবধান হ্রাস ; এবং ঘ) উৎপাদনের উপকরণগুলির সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি।[৯]

ক) একটি কল্যাণকামী সমাজ গঠনের মূল্যবোধের সাথে জনগণের মৌলিক চাহিদা পূরণের প্রশ্নটি অংগাংগিভাবে জড়িত। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে মৌলিক চাহিদা পূরণকে ইসলাম বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়ে থাকে। তাই ইসলামে সামাজিক ন্যায়বিচারের প্রাথমিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, সমাজে বসবাসকারী সবার জন্য মৌলিক চাহিদা পূরণের ব্যবস্থা করা। হযরত মুহাম্মদ (সঃ) বলেছেন : "প্রতিটি আদম সন্তানের তিনটি বিষয়ের উপর অধিকার রয়েছে—খাবার জন্য রুটি, থাকার জন্য বাসস্থান, এবং পরার জন্য বস্ত্র" (তিরমিজী)। এর সাথে সংশ্লিষ্ট অপর হাদীসটি হচ্ছে : "জ্ঞান অর্জন করা প্রতিটি নর-নারীর উপর ফরজ" (ইবনে মাযাহ্)। অতএব, জনগণের এসব মৌলিক চাহিদা যেমন—খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান ও শিক্ষা (এবং স্বাস্থ্য ও দাম্পত্য জীবন) অর্থাৎ ইসলামী পরিভাষায় "জরুরতে ছিত্তা" (বা ছয়টি প্রয়োজনীয় বিষয়) পূরণের দায়িত্ব ইসলামের দৃষ্টিতে রাষ্ট্র ও সরকারের। মৌলিক চাহিদা পূরণের মাধ্যমে সমাজের সদস্যদের দৈহিক পুষ্টি ও মানসিক প্রতিভার বা বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ সাধিত হয়। অতঃপর তারা সামাজিক উন্নয়নে কার্যকর অবদান রাখতে সক্ষম হয়।

খ) ইসলাম নিম্নোক্ত উপায়ে সমাজ হতে দারিদ্র বিমোচন বা দূরীকরণের নির্দেশ করে :

(১) সমাজের সকল দক্ষ ও কর্মক্ষম ব্যক্তির জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা ; এবং

(২) সমাজের অক্ষম, রোগী, এতিম, বিধবা, ছিন্নমূল অর্থাৎ যারা কাজ করতে অক্ষম, তাদের জন্য সম্মানজনকভাবে জীবন যাপনের সুযোগ সৃষ্টি করা। মদীনা রাষ্ট্রের প্রধান হিসাবে হযরত (সঃ) বলেছেন : "কেউ নির্ভরশীল পোষ্য রেখে মারা গেলে, নির্ভরশীলদের দায়িত্ব আমাদের" এবং "সমাজে যার কোন অবলম্বন নেই, রাষ্ট্রই (সরকার) তার অবলম্বন" (আবু দাউদ)। এ জাতীয় পুনর্বাসন কর্মসূচির ব্যয়ভার বহনের জন্য ইসলামী বিধানে ধনীদের সম্পদের একটি অংশ নির্দিষ্ট করা হয়েছে গরীবদের প্রাপ্য হিসাবে। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ বলেন : "ধনীদের সম্পদে নির্ধারিত অধিকার রয়েছে সমাজের গরীব ও বঞ্চিতদের" (সুরা জারিয়াত, ৫১ : ১৯)।

গ) ইসলাম মুষ্টিমেয় ধনীদের হাতে দেশের সম্পদ কেন্দ্রীভূত হওয়া বা করা নিষেধ করে এবং ধনী ও গরীবদের মধ্যে সম্পদ পুনর্বন্টনের আদেশ দেয়। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ বলেন : "তোমাদের মধ্যে শুধু ধনীদের মাঝেই যেন সম্পদ আবর্তিত না হয়" (সুরা হাশর, ৫৯ : ৭)। এ লক্ষ্যে ইসলামে উত্তরাধিকারসূত্রে সম্পত্তি বন্টন, ওয়াকফ্, যাকাত এবং ছদ্কা ইত্যাদির বিধান রয়েছে। বিশিষ্ট উন্নয়ন তত্ত্ববিদ Dudly Seers-এর মতে, অর্থনৈতিক অগ্রগতির সাথে সাথে যদি আয়ের কেন্দ্রীভূতিও কমিয়ে আনা যায় তাহলে দারিদ্র দূরীকরণের কাজ অনেক বেশী ত্বরান্বিত হবে।[১০]

ঘ) সর্বশেষে, সমাজের জন্য সম্পদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যেও ইসলাম ভূমি, পুঁজি, শ্রম ইত্যাদি উৎপাদনের উপকরণগুলির সর্বোচ্চ ব্যবহারের উপর জোর দিয়েছে। ইসলামী রাষ্ট্রের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমরের (রাঃ) নির্দেশ ছিল, "কারো হাতে পুঁজি থাকলে তা প্রয়োগ করা উচিত, এবং কারো মালিকানাধীন জমি থাকলে তা চাষ করা উচিত"। রসুল (সঃ) বলেছেন, "কেউ জমির মালিক হওয়া সত্ত্বেও একাধিক্রমে তিন বৎসর জমি চাষ না করে পতিত রাখলে, তার জমি বাজেয়াপ্ত হবে।" অনুরূপভাবে, পবিত্র কোরআনেও কারো কাছে পুঁজি থাকলে সেটাকে উৎপাদনমুখী ব্যবসায়ে খাটানোর জন্য উৎসাহিত করা হয়েছে (সুরা বাকারা, ২ : ২৭৫)।

উপরোল্লিখিত লক্ষ্যসমূহ অর্জনের জন্য ইসলাম রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নিম্নোক্ত কৌশলসমূহ অবলম্বনের সুপারিশ করেছে :

(১) একটি পরিস্রাবন পদ্ধতির (Filter mechanism) সাহায্যে সমাজের জন্য অপ্রয়োজনীয়, ক্ষতিকর এবং বিলাসী দ্রব্যের আমদানী, উৎপাদন ও ব্যবহার সর্বনিম্ন পর্যায়ে কমিয়ে আনা ;

(২) সমাজে বসবাসকারী অন্যান্যদের সাথে সম্পদ শেয়ার করে ভোগ করার জন্য একটি প্রেষণা ব্যবস্থা (Motivation system), অর্থাৎ সমাজের স্বার্থে বা মানুষের কল্যাণে সম্পদের কিয়দংশ উৎসর্গ করাকে ইসলাম ধর্মীয় কর্তব্য বা "পুণ্য কর্ম" (Virtuous deed) হিসাবে উৎসাহিত করে (সুরা যারিয়াত, ৫১ : ১৫, ১৯) ; এবং

(৩) জাতীয় অর্থনীতিকে এমনভাবে পুনর্গঠিত করা (Re-structuring the economy) যাতে একদিকে যেমন মুষ্টিমেয় ধনীদের হাতে সমাজের সমুদয় সম্পদ কুক্ষিগত হতে না পারে এবং অপরদিকে, সমাজে বসবাসকারী সকল সদস্যের মৌলিক প্রয়োজন ও সমাজের চাহিদা নিরুপণের ভিত্তিতে পর্যাপ্ত পরিমাণে সম্পদের উৎপাদন সম্ভবপর হয়।[১১]

২. সংগঠিতকরণ (Organizing)

আধুনিক লোক-প্রশাসনের মূলে রয়েছে সরকারী কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য কর্মচারীদের সংগঠন। ইসলামও আল্লাহ্‌র নির্দেশনা ও রসুলের (সঃ) তরীকা অনুযায়ী সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অনুসারীদেরকে সংগঠিত হওয়ার জন্য নির্দেশ প্রদান করেছে (সুরা আল-ইমরান, ৩ : ১০৩)। খলিফা ওমর ফারুক (রাঃ) বলেছেন : "কর্তৃত্ব ছাড়া নেতৃত্ব হয় না, নেতৃত্ব ছাড়া সংগঠন হয় না এবং সংগঠন ছাড়া ইসলাম হয় না।"

একটি যুক্তিযুক্ত সংগঠনের প্রধানত চারটি বৈশিষ্ট্য বা উপাদান থাকে : (ক) মেধার ভিত্তিতে কর্মচারীদের নিয়োগ ; (খ) পদসোপান ভিত্তিক কর্তৃত্বের বিন্যাস ; (গ) কর্ম পরিচালনার জন্য নির্ধারিত আইন বা বিধি-বিধান ; এবং (ঘ) নৈর্ব্যক্তিকতা।[১২] এ সকল ক্ষেত্রে ইসলামের দৃষ্টিভংগী কী, নিম্নের আলোচনায় তা তুলে ধরা হল।

ক. কর্মচারী নিয়োগ ঃ জাতিসংঘের প্রশাসন বিশেষজ্ঞদের মতে, একটি দেশের লোক-প্রশাসনের স্নায়ুকেন্দ্র হচ্ছে মেধাভিত্তিক নিয়োগকৃত ও সংগঠিত ক্যারিয়ার সার্ভিসের উপযুক্ততা ও দক্ষতা।[১৩] কেননা সরকারী কর্মকর্তাগণ রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় কৌশলগত অবস্থানসমূহ নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন। আধুনিক প্রশাসন বিশেষজ্ঞদের ন্যায় ইসলামও সরকারী কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে একমাত্র মেধাকেই মানদণ্ড হিসেবে গণ্য করার উপর গুরুত্ব আরোপ করে। প্রশাসনিক দায়িত্ব ও ক্ষমতাকে ইসলামী পরিভাষায় আমানত (Trustee) বলা হয়। তাই পবিত্র কোরআনের নির্দেশ হচ্ছে : "আমানত উহার (উপযুক্ত) মালিককে প্রত্যার্পণ করিতে আল্লাহ তোমাদিগকে নির্দেশ দিতেছেন। তোমরা যখন মানুষের মধ্যে বিচার-কার্য পরিচালনা করিবে, তখন ন্যায়পরায়ণতার সহিত বিচার করিবে" (সুরা নিসা, ৪ : ৫৮)। কর্মচারী নিয়োগের সময় উপযুক্ত বা অধিকতর যোগ্য কোন প্রার্থী থাকলে তাকে বাদ দিয়ে অপেক্ষাকৃত কম যোগ্যতাসম্পন্ন কাউকে নিয়োগ করা ইসলাম কড়াকড়িভাবে নিষিদ্ধ করে। হযরত মুহাম্মদ (সঃ) বলেছেন : "যে অধিকতর যোগ্যতাসম্পন্ন কারো বদলে কম যোগ্যতাসম্পন্ন কাউকে নিয়োগ করল, সে

আল্লাহ্ এবং তাঁর রসুলের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করল" (ইবনে তাইমিয়া)। কিন্তু ইসলামের দৃষ্টিতে সিভিল সার্ভেন্টস বা সরকারী আমলাদের মেধা যাচাইয়ের মানদণ্ড কেবল তাঁদের শিক্ষাগত যোগ্যতা বা পেশাগত দক্ষতাই নয়, উপরন্তু তাঁদের চারিত্রিক সততা, ন্যায়পরায়ণতা, নিঃস্বার্থপরতা এবং সর্বোপরি, ন্যায়বিচারের প্রতি তাঁদের প্রতিশ্রুতিশীলতাও এ ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়। পবিত্র কোরআনে উল্লেখ আছে যে, "মজুর (কর্মচারী) হিসাবে উত্তম হইবে সেই ব্যক্তি যে 'শক্তিশালী' এবং 'বিশ্বস্ত' (সূরা কাসাস, ২৮ : ২৬)।" ইসলামী গবেষকদের মতে 'শক্তিশালী' কথাটা সংশ্লিষ্ট পদ/কর্মের জন্য ব্যক্তির শিক্ষাগত যোগ্যতা ও দক্ষতার সমার্থক এবং শাসনতান্ত্রিক নীতিমালা বুঝার ও প্রয়োগের ক্ষমতাকে বুঝায়। অপরদিকে, 'বিশ্বস্ত' প্রত্যয়টি আল্লাহ্র ভীতি, সততা, ন্যায়পরায়ণতা ও সাংগঠনিক লক্ষ্যের (ন্যায়বিচার ও জনকল্যাণ) প্রতি প্রতিশ্রুতিশীলতা অর্থে বুঝান হয়েছে।[১৪] এখানে উল্লেখ্য যে, জাতিসংঘ কর্তৃক প্রকাশিত, **'এ হ্যাণ্ডবুক অব পাবলিক এডমিনিস্ট্রেশন'** (১৯৬১) গ্রন্থেও উত্তম সরকারী কর্মচারীদের গুণাবলীর মধ্যে সততা, বুদ্ধিমত্তা, দক্ষতা, নিরপেক্ষতা ও কর্তব্যপরায়ণতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।[১৫]

ইসলামিক প্রশাসনে রিক্রুটম্যান্ট পলিসির একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল, এখানে সরকারী পদে লোক নিয়োগের ক্ষেত্রে মুসলিম-অমুসলিম কোন পার্থক্য করা হয় না। প্রফেসর মন্টোগোমারী ওয়াট তাঁর সুবিখ্যাত, **'দ্য ম্যাজেস্টি দ্যাট ওয়াজ ইসলাম'** নামক গ্রন্থে হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এবং খোলাফা'য়ে রা'শেদীনের শাসনামলের কথা আলোচনা করতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন যে, তখন মন্ত্রী, রাষ্ট্রদূত, প্রাদেশিক সচিব ও দেশের প্রধান অর্থনিয়ন্ত্রক ইত্যাদিসহ বহু গুরুত্বপূর্ণ পদে যোগ্যতা অনুযায়ী অমুসলিমদের নিয়োগ করা হয়েছিল।[১৬]

খ. কর্তৃত্বের পদসোপান ঃ সংগঠনে পদসোপান বলতে কর্মচারীদের ঊর্ধ্বতন-অধঃস্তন সম্পর্কেই বুঝায় এবং কর্তৃত্ব হচ্ছে ঊর্ধ্বতন কর্তৃক অধঃস্তনকে নির্দেশনা প্রদানের আইনানুগ অধিকার। প্রশাসনিক সংগঠনে নিম্নক্রমিকভাবে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের উপর কর্তৃত্ব অর্পণ করা হয় এবং প্রতিটি অফিসকে ঊর্ধ্বতন অফিসের নিকট দায়ী রাখা হয়। এমনিভাবে বা পিরামিড সদৃশ্য সাংগঠনিক কাঠামোর শীর্ষে অধিষ্ঠিত সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষের নিকট দায়ী থাকে।

ইসলামী প্রশাসন তত্ত্বে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট অধঃস্তন কর্তৃপক্ষের আনুগত্য কেবল আনুষ্ঠানিক আইনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং তা ধর্মীয় কর্তব্যও বটে। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ বলেন : "হে বিশ্বাসীগণ! আল্লাহকে মান্য কর, তাঁর রসুলকে মান্য কর এবং মান্য কর তাঁদেরকে যাঁদের উপর কর্তৃত্ব অর্পিত হয়েছে ; কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটলে সে বিষয়ে আল্লাহ্ ও রসুলের স্মরণ লও" (সুরা নিসা, ৪ : ৫৯)। অতএব, ইসলামী প্রশাসনে বিভিন্ন গ্রেডের কর্তৃত্ব স্বীকৃত। ইসলাম রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে আল্লাহ্র (কোরআনের) প্রতি এবং রসুলের (সুন্নাহর) প্রতি আনুগত্য

প্রদর্শনের আদেশ করছে, এবং প্রশাসনিক নেতৃত্বকে রাজনৈতিক নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের নির্দেশ দিয়েছে। ইসলাম একই সাথে জনগণকেও উপদেশ দেয় রাজনৈতিক-প্রশাসনিক নেতৃত্বের 'আইনানুগ সিদ্ধান্তকে' মেনে চলতে।[১৭]

গ. নির্ধারিত আইন ঃ যে কোন যুক্তিযুক্ত সংগঠনে একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যবস্থাপনা এবং বিমূর্ত নীতি-পদ্ধতির মাধ্যমে সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়িত হয়। সমাজে ন্যায়বিচারের সাথে দ্রব্য ও সেবাসমূহ সরবরাহের ক্ষেত্রে প্রশাসকদের জন্য ইসলাম নির্ধারিত মৌলিক নীতি-নির্দেশিকা হচ্ছে 'শরীয়া' (সুরা নিসা, ৪ : ৫৯, এবং সুরা হাশর, ৫৯ : ৭, ১০৫)। 'শরীয়া' হচ্ছে মহান প্রভু আল্লাহ্‌র 'কোরআন' ; রসুলের 'সুন্নাহ্' ও 'ইজ্‌তিহাদ' (নৈতিক বিবেচনা) এর সমষ্টি। ইতিহাসে বর্ণিত আছে যে, মোয়াজ ইব্‌নে জাবালকে ইয়ামেন প্রদেশের শাসনকর্তা নিয়োগের পর মদীনা ভিত্তিক ইসলামী রাষ্ট্র ও প্রশাসনের প্রধান হিসাবে হযরত মুহাম্মদ (সঃ) তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেন কিভাবে তিনি (মোয়াজ) প্রদেশটির শাসনকার্য পরিচালনা করবেন। "কোরআনের পথ নির্দেশনা অনুযায়ী", মোয়াজ জবাবে বলেছিলেন। "কিন্তু তুমি যদি তথায় কোন সমাধান না পাও"? "তাহলে আল্লাহ্‌র রসুলের সুন্নাহ্ মোতাবেক।" এবং "সেখানেও যদি কোন সমাধান না মিলে"? "বেশ ! সে অবস্থায় আমি নিজের বিবেকবুদ্ধি (বা নৈতিক বিবেচনা) অনুসারে ফয়সালা করব।" এতে রসুল (সঃ) এতই আনন্দিত হয়েছিলেন যে, তিনি মোয়াজকে বুকে জড়িয়ে প্রশংসা করলেন এবং তাঁকে সঠিক পথে পরিচালনার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া চাইলেন।[১৮] এভাবে ইসলামী 'শরীয়া' শাসনতান্ত্রিক মৌল নীতিমালার ন্যায় মানুষের জন্য প্রশাসনিক আইনের একটি বিস্তৃত কাঠামো প্রদান করে এবং সময় বা এলাকার দাবী অনুযায়ী সবিস্তারের জন্য তাদের উপর স্ববিবেচনার ক্ষমতা প্রদান করে (অবশ্য 'শরীয়া' নির্ধারিত সীমারেখার মধ্যে থেকে)।[১৯] চৌদ্দশত বৎসর পূর্বের ন্যায় আধুনিক যুগের প্রশাসন ব্যবস্থায়ও 'শরীয়ার' প্রয়োগ উপযোগিতার ব্যাপারে S. M. at. Tamawi বর্ণিত একটি ঘটনা এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দীর্ঘদিন ঔপনিবেশিক শাসনাধীন ও পাশ্চাত্য ধ্যান-ধারণার অনুসারী হওয়ার কারণে নিজ ধর্ম ও সংস্কৃতির কার্যকারিতার ব্যাপারে আস্থাহীন/সন্দেহপ্রবণ আরবের একটি মুসলিম দেশে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা পুনর্গঠনের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদানের জন্য ষাটের দশকের শুরুতে জাতিসংঘের মাধ্যমে সমসাময়িককালের দু'জন লোক-প্রশাসন বিশেষজ্ঞকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। Luther Gulick এবং James Pollock নামক আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন উক্ত আমেরিকান বিশেষজ্ঞদ্বয় ১৯৬২ সালে প্রদত্ত তাঁদের রিপোর্টে লিখেছেন : "Islamic culture is one of the best bases for a strong and successful government and a strong and efficient bureaucracy in modern times," অর্থাৎ 'ইসলামী সংস্কৃতি হচ্ছে আধুনিক সময়ে একটি শক্তিশালী সরকার এবং সুদক্ষ আমলাতন্ত্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভিত্তি'।[২০] তাঁরা আরও লিখেছেন ঃ "The Shari'ah offers the Egyptians the basic

principles and elements upon which they can erect their new 'democracy' and use their leadership qualities, citizen's involvement in the political life of the country and participation in the administrative machinery, and private and public wealth in the best interest of the nation as a whole," অর্থাৎ 'ইসলামী শরীয়া আইন মিশরীয়দেরকে তাদের নয়া গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে মৌলিক নীতিমালা প্রদান এবং জাতির সার্বিক স্বার্থে নেতৃত্বের গুণাবলীর যথাযথ ব্যবহার ও দেশের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ও প্রশাসন প্রক্রিয়ায় নাগরিকদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে পারে'।[২১]

পাশ্চাত্য বিশেষজ্ঞদের এই সাক্ষ্য শুধু মিশর নয় অপরাপর সকল মুসলিম দেশের কর্মকর্তাদেরকে নিজস্ব সংস্কৃতি , ঐতিহ্য, ধর্মীয় মূল্যবোধ এবং নৈতিক আচরণের উপর ভিত্তি করে নিজ নিজ দেশের নয়া প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলার ব্যাপারে অনুপ্রাণিত করে।[২২]

ঘ. নৈর্ব্যক্তিকতা ঃ যে কোন যুক্তিযুক্ত সংগঠনের অনন্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তার নৈর্ব্যক্তিকতা। আমলাতন্ত্রে নৈর্ব্যক্তিকতা হচ্ছে এর বস্তুনিষ্ঠতা এবং নির্ধারিত বিধান বা নিয়ম অনুসরণের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ, কারো খেয়াল, ইচ্ছা বা পৃষ্ঠপোষকতার ভিত্তিতে নয়। প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে ইসলামের মৌলিক শিক্ষা হচ্ছে, সরকারী আমলা/কর্মচারীগণ নির্ধারিত বিধান বা আইন অনুযায়ী ন্যায়বিচারের কর্মসূচি বাস্তবায়নে সচেষ্ট হবেন। কারো প্রতি ব্যক্তিগত প্রীতি বা বিদ্বেষ পরিহার করার জন্য তাদের প্রতি স্পষ্ট নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ আদেশ করছেন :

"হে বিশ্বাসীগণ ! তোমরা ন্যায়বিচারে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকিবে এবং সত্য সাক্ষ্য দাও, এমনকি তা যদি তোমার নিজের প্রিয়জনদের বা পিতামাতার বিরুদ্ধেও যায়। সুতরাং তোমরা ন্যায়বিচার করার ব্যাপারে কামনার অনুগামী হইও না। তোমরা যাহাই করো না কেন, আল্লাহ সবকিছুরই খবর রাখেন"(সুরা নিসা, ৪ : ১৩৫) ;

"কারো প্রতি বিদ্বেষ যেন তোমাদেরকে ন্যায়বিচার হতে বিচ্যুত না করে। ন্যায়বিচার কর, কেননা এটাই আত্মসংযমের নিকটতর এবং আল্লাহকে ভয় কর" (সুরা মাঈদা, ৫ : ৮) ; এবং

"তোমরা ন্যায়সংগতভাবে পরিমাপ করবে এবং লোকদিগকে তাদের প্রাপ্য বস্তু কম দিবে না" (সুরা হুদ, ১১ : ৮৫)।

ইসলামী সমাজে সরকারী প্রশাসনের মাধ্যমে জনসাধারণের মধ্যে দ্রব্য ও সেবা-সামগ্রী সরবরাহকরণের ক্ষেত্রে উপরোক্ত নীতি ও মূল্যবোধ কঠোরভাবে মেনে চলার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। বিংশ শতাব্দীতে পশ্চিমা যুক্তিযুক্ত আমলাতন্ত্রের (Rational bureaucracy) সর্বাপেক্ষা মূল্যবান বৈশিষ্ট্য হিসাবে পরিগণিত প্রশাসনিক

নৈর্ব্যক্তিকতার কথা ইসলাম বলেছে সেই সপ্তম শতকে। ইসলাম শুধু নৈর্ব্যক্তিকতার কথাই বলেনি, হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর জীবদ্দশায় এবং খোলাফা'য়ে রা'শেদীনের শাসনামলে মদীনা রাষ্ট্রে তার পূর্ণ বিকাশ, প্রকাশ এবং বাস্তবায়ন ঘটিয়েছিল।

৩. নেতৃত্ব প্রদান (Leading)

প্রত্যাশিত বা কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জনের পথে জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণের/প্রভাবিতকরণের একটি সফল প্রক্রিয়া হচ্ছে নেতৃত্ব। লোক-প্রশাসন সাহিত্যে নেতৃত্বের যে কয়টি ধরণ (Style) রয়েছে সেগুলিকে মোটামুটিভাবে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে : (১) স্বৈরতান্ত্রিক (Autocratic) ; (২) গণতান্ত্রিক বা অংশগ্রহণমূলক (Democratic) এবং (৩) অবাধ নেতৃত্ব (Laissez faire)।[২৩] লোক-প্রশাসন পণ্ডিতদের প্রায় সবাই গণতান্ত্রিক নেতৃত্বের কাম্যতা ও কার্যকারিতার ব্যাপারে ঐক্যমত্য প্রকাশ করেছেন। গণতান্ত্রিক নেতৃত্বে সাংগঠনিক লক্ষ্য ও কর্মপন্থা নির্ধারণের ক্ষেত্রে অনুসারীদের অংশগ্রহণের ব্যবস্থা থাকে এবং ধারণা করা হয় যে, এতে কর্মচারীরা সংগঠনের প্রতি একাত্মবোধ করে এবং সিদ্ধান্ত/কর্মসূচি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তাদের একাগ্রতা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায়।

ইসলাম আল্লাহ্ ও রসুলের পর সমাজের বৈধ কর্তৃত্বের অধিকারী নেতৃত্বের প্রতি অনুগত থাকা এবং কর্তৃপক্ষের ন্যায়সংগত/আইনানুগ সকল সিদ্ধান্তকে মেনে চলার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানায় (আল-কোরআন, ৪ : ৫৯)। অপরদিকে, প্রশাসনিক নেতৃবৃন্দের প্রতি ও অনুসারীদের সাথে আলাপ-আলোচনা ও পরামর্শের মাধ্যমে প্রশাসনিক কার্যাদি পরিচালনার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্ বলেন : "ওয়া আমরুহুম শূ'রা বাইনাহুম" অর্থাৎ, '(তোমরা) নিজেদের মধ্যে কার্য সম্পাদন কর আলাপ-আলোচনা ও পরামর্শের মাধ্যমে/ ভিত্তিতে', (সুরা শুরা, ৪২ : ৩৮, আরও দেখুন সুরা আল-ইমারান, ৩ : ১৫৯)। ইতিহাসে এ ব্যাপারে প্রচুর প্রমাণ রয়েছে যে মহানবী (সঃ) এবং চার খলিফা গুরুত্বপূর্ণ নীতি সংক্রান্ত বিষয়ে সর্বদা তাঁদের সংগীদের সাথে আলোচনা-পরামর্শ করেছেন। শুধু তাই নয়, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, এবং সামরিক বিষয়ে ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাসকারী অমুসলিমদের সাথেও পরামর্শ করার নজির রয়েছে তাঁদের শাসনামলে।

৪. নিয়ন্ত্রণ বা জবাবদিহি (Accountability)

প্রশাসনিক প্রক্রিয়ার চূড়ান্ত বা সর্বশেষ পর্যায়টি হল মূল্যায়ন বা জবাবদিহি। নিয়ন্ত্রণ বা দায়িত্বশীলতা হিসাবেও এটিকে অভিহিত করা হয়ে থাকে। গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থায় আমলাতন্ত্র সরকারী পরিকল্পনায় প্রতিফলিত জনসাধারণের ইচ্ছার প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকবে এবং জনগণের স্বার্থের প্রতি দায়িত্বশীল হবে এটাই প্রত্যাশিত। প্রশাসনিক কর্মে আমলাদেরকে আচরণের নৈতিক মানও বজায় রাখতে হয়। সরকারী আমলাতন্ত্রের জবাবদিহি নিশ্চিত করার ব্যাপারে লোক-প্রশাসন সাহিত্যে দু'টি তত্ত্ব

প্রচলিত আছে : (ক) পদসোপানিক তত্ত্ব ; এবং (খ) যুক্তিযুক্ততার তত্ত্ব (Peter Self)।[২৪]

পদসোপানিক তত্ত্ব মতে, আমলাতন্ত্রকে জনগণের প্রতি দায়িত্বশীল বা জবাবদিহি রাখার জন্য কতগুলো প্রাতিষ্ঠানিক বিধি-ব্যবস্থার প্রয়োজন।[২৫] এ সকল ব্যবস্থার মধ্যে রয়েছে আইন সভায় প্রশ্নোত্তর, বাজেট অনুমোদন এবং সংসদীয় কমিটি গঠনের মাধ্যমে প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডের পর্যালোচনা ইত্যাদি। কিন্তু উপরোক্ত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় মন্ত্রি পরিষদের সমষ্টিগত জবাবদিহির (Collective responsibility) আড়ালে এবং প্রশাসকদের রাজনৈতিক নিরপেক্ষতার (Political neutrality) ও বেনামীর (Anonymity) ছদ্মাবরণে, সরকারী আমলাগণ জনগণের নিকট সরাসরি জবাবদিহি করা থেকে নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করতে সক্ষম হন। অন্যভাবে বলতে গেলে, প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় প্রত্যক্ষভাবে বা সরাসরিভাবে জনগণের কাছে সরকারী আমলাদের জবাবদিহি নিশ্চিত করা সম্ভবপর হয় না। অপরদিকে, শেষোক্ত তত্ত্বের প্রবক্তারা মনে করেন, সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে দায়িত্বানুভূতি সৃষ্টি বা নৈতিক চেতনাবোধ জাগ্রত করার মাধ্যমে তাদেরকে অনুপ্রাণিত করা প্রয়োজন। শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে এমনভাবে প্রেষণা সৃষ্টি করা প্রয়োজন, যাতে তাঁরা প্রশাসনিক সিদ্ধান্তে জনস্বার্থ সংরক্ষণ ও যুক্তিযুক্ততার প্রতি আগ্রহশীল/শ্রদ্ধাশীল হন। উল্লেখ্য যে, এ ব্যাপারে বেশ কিছুটা সাফল্যের পরিচয় দিয়েছে আধুনিক চীন ও ইউরোপের সুইজারল্যান্ড। Farrel Heady তাঁর তুলনামূলক লোক-প্রশাসন সমীক্ষায় দেখিয়েছেন যে, সুইজারল্যান্ডের আমলাগণ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণসূচির মাধ্যমে খ্রীষ্টান ধর্মের দ্বারা প্রভাবিত বলে সততা ও কর্তব্যনিষ্ঠার প্রতি অধিকতর সচেতন। অপরদিকে, চাইনিজ সরকারী কর্মকর্তারা কন্‌ফুসিয়ান দর্শন দ্বারা প্রভাবিত বলে জনগণের সাথে মিথষ্ক্রিয়ায় সদাচরণের ব্যাপারে অধিকতর মনোযোগী।[২৬] এর বিপরীতে, বাংলাদেশের সরকারী আমলাগণ কোন নৈতিক দর্শন বা অনুভূতির দ্বারা প্রভাবিত নন বলে তাদের মধ্যে দুর্নীতির প্রবণতা ১৯৮৭ সালের মধ্যে শতকরা ৭৩ ভাগে উন্নীত হয়েছে বলে সরকারী প্রতিবেদনে বেশ উদ্বেগের সাথে উল্লেখ করা হয়েছে।[২৭] অতএব, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতা প্রমাণ করছে যে, সরকারী আমলাদের কার্যকর জবাবদিহি নিশ্চিত করার জন্য পদসোপান তত্ত্ব ও যুক্তি-যুক্ততা তত্ত্বের যৌথ প্রয়োগ অপরিহার্য।

ইসলামী প্রশাসনে জবাবদিহির ব্যবস্থায় উপরের উভয় তত্ত্বের একটি অপূর্ব সমন্বয় পরিলক্ষিত হয়। ইসলামী প্রশাসনে জবাবদিহি ব্যবস্থা ত্রি-মাত্রিক : (১) প্রশাসনিক পদসোপান ভিত্তিক ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট (কার্যবিবরণী প্রেরণ এবং অধঃস্তনের কার্যকলাপ পরিদর্শন ইত্যাদির মাধ্যমে) জবাবদিহি করা ; (২) সরাসরি জনগণের নিকট জবাবদিহি করা ('মাজালিম' এর মাধ্যমে সরকারী আমলাদের বিরুদ্ধে জনগণের অভিযোগ শ্রবণ ও প্রতিকার বিধান ছাড়াও সরকারী নেতৃবৃন্দ কর্তৃক প্রতি শুক্রবার জুমার

খোৎবা এবং বার্ষিক হজ্বের সম্মেলনে জনগণের অভিযোগ শ্রবণ ও উত্তরদান ব্যবস্থার মাধ্যমে) ; এবং (৩) শেষ বিচারের দিন স্রষ্টার নিকট জবাবদিহি করার চেতনা সমুন্নত রাখার মাধ্যমে (সুরা বাকারা, ২ : ২০৩, ২৮১ ; সুরা নিসা, ৪ : ৮৭)।[২৮] জনগণের অবস্থা পরিদর্শনকালে ইসলামী প্রশাসনের প্রধান হিসাবে হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) একবার বলেছিলেন : "সুদূর তাইগ্রীস নদীর তীরে কোন কুকুরও যদি অনাহারে মারা যায়, তা'হলে আল্লাহর দোহাই, ওমরকে তার জন্য শেষ বিচারের দিন (আল্লাহ্‌র কাছে) জবাবদিহি করতে হবে।" এ জাতীয় চেতনাই সরকারী প্রশাসন ব্যবস্থায় দায়িত্বপ্রাপ্ত একজন প্রশাসকের মনে অহর্নিশ নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন ও ক্ষমতার অপব্যবহার রোধ এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা ও জনকল্যাণে ব্রতী হবার তাগিদ সৃষ্টি করে।

উপরের আলোচনার উপর ভিত্তি করে লোক-প্রশাসন প্রক্রিয়ায় আধুনিক প্রশাসন ও ইসলামী প্রশাসনের সামঞ্জস্যতা ও অসামঞ্জস্যতা নিম্নের সারণীদ্বয়ে তুলে ধরা হল:

সারণি - ২

আধুনিক লোক-প্রশাসন ও ইসলামী প্রশাসনের মধ্যে সামঞ্জস্যতা ও অসামঞ্জস্যতা

লোক-প্রশাসন প্রক্রিয়া	আধুনিক লোক-প্রশাসন (লক্ষ্য ও দৃষ্টিভংগী)	ইসলামী প্রশাসন (লক্ষ্য ও দৃষ্টিভংগী)
১। **পরিকল্পনা প্রণয়ন**	উৎপাদন ও বিতরণ কর্মে দক্ষতা ও মিতব্যয়িতা	ন্যায়বিচার ও কল্যাণ
২। **কর্মচারীদের সংগঠিতকরণ**		
ক) নিয়োগ	ক) শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা	ক) শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার পাশাপাশি সততা, ন্যায়পরায়ণতা ও ন্যায়বিচারের প্রতি প্রতিশ্রুতিশীলতা।
খ) পদসোপান	খ) পদসোপান ভিত্তিক কর্তৃত্বের প্রতি আনুগত্য	খ) আল্লাহ্ রসূল (সঃ) ও বৈধভাবে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিতদের প্রতি আনুগত্য।
গ) বিধিমালা	গ) স্থান ও কালের প্রেক্ষাপটে নির্ধারিত বিধিমালা	গ) আল্লাহ্‌র কোরআন, রসূলের (সাঃ) সুন্নাহ ও নৈতিক বিবেচনা।
ঘ) নৈর্ব্যক্তিকতা	ঘ) মূল্য নিরপেক্ষ বিধিমালা ভিত্তিক সিদ্ধান্ত।	ঘ) কোরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক সিদ্ধান্ত।
৩। **নেতৃত্ব**	**অবস্থা বা ঘটনাচক্রজাত**	**'শুরা' বা অংশগ্রহণমূলক**
৪। **জবাবদিহি**	পদসোপান ভিত্তিক বা আনুষ্ঠানিক	ক) পদসোপান ভিত্তিক ; খ) সরাসরি জনগণের নিকট ; গ) শেষ বিচারের দিন স্রষ্টার প্রতি জবাবদিহির চেতনা বা নৈতিকতাবোধ।

সারণি – ৩
আধুনিক লোক–প্রশাসন ও ইসলামী প্রশাসনে আমলাতন্ত্রের বিশ্ব দর্শন

ক্রমিক নং	প্রশ্ন	আধুনিক লোক–প্রশাসন	ইসলামী প্রশাসন
১।	আমি কে?	ক্ষমতার/সরকারের প্রতিনিধি	পৃথিবী ও আকাশমণ্ডলীয় সৃষ্টিকর্তা ও পরিচালক 'সার্বভৌম আল্লাহ্‌র খলীফা' বা প্রতিনিধি।
২।	আমার কি করণীয়?	সরকারী কর্মে নির্ধারিত বিধি–বিধানের প্রয়োগ	আল্লাহ্‌র আইন অনুযায়ী ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা ও জনকল্যাণ সাধন।
৩।	প্রশাসনের লক্ষ্য কি?	দক্ষতা ও স্বল্প ব্যয়ে সরকারী নীতির বাস্তবায়ন	সামাজিক ন্যায়বিচার ও জনকল্যাণ।
৪।	আমার আনুগত্য কার প্রতি?	ক্ষমতা/সংগঠন/পেশাগত দলের প্রতি	আল্লাহ্‌, আল্লাহ্‌র রসুল (সঃ) ও বৈধ কর্তৃত্বের অধিকারীর প্রতি।
৫।	প্রশাসনিক নেতৃত্বের স্বরূপ কি?	অভিভাবকসুলভ (যেখানে সরকারী আমলারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে এবং জনগণ আইন পালন করবে)	গণতান্ত্রিক অর্থাৎ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাথে আলাপ–আলোচনা ও পরামর্শের ভিত্তিতে।
৬।	আমলারা কর্মজীবনে কিসের দ্বারা প্রভাবিত হয়?	ব্যক্তি/শ্রেণী বা গোষ্ঠীগত স্বার্থের দ্বারা	ক) মানব কল্যাণার্থে সৎকর্ম সৃষ্টি ও অসৎকর্ম প্রতিরোধে আল্লাহ্‌র নির্দেশ পালন। খ) পার্থিব কর্মের জন্য শেষ বিচারের দিন আল্লাহ্‌র কাছে জবাবদিহি করার চেতনা ; এবং গ) সৎকর্মের জন্য পরকালে বেহেশ্‌ত এবং অসৎকর্মের জন্য দোজখের শাস্তির ব্যাপার আল্লাহর হুঁশিয়ারী।

উৎস : Anthony Downs, *Inside Bureaucracy* (Boston : Little Brown and Company, 1969) ; Robert D. Miewald, *Public Administration : A Critical Perspective* (New York : McGraw Hill, 1978); Yaser M. Adwan and Zahir Kayed, "The Responsiveness of Government Officials to Public Demands : A Comparative Study'', *Asian Affairs 10* (April-June, 1988) ; এবং আবদুন নূর , "আমলাতন্ত্রের বিশ্ব দর্শন" ***মানব উন্নয়ন জার্নাল,*** বর্ষ ৩, সংখ্যা ৪, ১৯৯১, পৃ : ৪৩ ও ৪৫।

উপসংহার

লোক–প্রশাসন হচ্ছে সরকারের ইচ্ছা বা নীতিসমূহ কার্যকর করার লক্ষ্যে নিয়োজিত সরকারী কর্মচারীদের একটি কাঠামোগত কর্মপ্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়া প্রধানত চারটি সমন্বিত কর্মকাণ্ডের সমষ্টি : (১) পরিকল্পনা প্রণয়নের মাধ্যমে প্রশাসন কর্মের লক্ষ্য নির্ধারণ ; (২) পরিকল্পনা কার্যকরণের জন্য উপযুক্ত কর্মচারীদের সংগঠিতকরণ ; (৩) কর্মসূচি

কার্যকরণের জন্য কর্মচারীদেরকে পরিচালনা বা নেতৃত্ব প্রদান ; এবং (৪) কর্মচারীদেরকে কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ বা তাদের কর্মের জন্য জবাবদিহিকরণের ব্যবস্থা।

পরম্পরাগতভাবে, 'দক্ষতার' সাথে এবং যতদূর সম্ভব 'স্বল্পতম ব্যয়ে' সরকারের আইন ও নীতিসমূহ বাস্তবায়নই ছিল লোক-প্রশাসনের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও সমাজের বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর প্রতি অবহেলা, ধনী ও গরীবের ব্যবধান এবং অব্যাহত সামাজিক অস্থিরতার প্রেক্ষাপটে, 'দক্ষতা' ও 'মিতব্যয়িতার' সাথে সাথে, প্রশাসনের মাধ্যমে 'সামাজিক ন্যায়বিচার' নিশ্চিত করার উপর ষাটের দশকের শেষের দিকে পরিচালিত "নব লোক-প্রশাসন" আন্দোলন বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করে। উল্লেখ্য যে, সপ্তম শতাব্দীতে ইসলামের নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) কর্তৃক মদীনার বুকে প্রতিষ্ঠিত (মানব রচিত প্রথম) সাংবিধানিক সরকার ও প্রশাসন ব্যবস্থারও প্রধান লক্ষ্য ছিল সমাজে 'আদ্‌ল' বা ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা। ইসলামের দৃষ্টিতে সমাজে উন্নয়নের ক্ষেত্রে ন্যায়বিচারের পরিকল্পনায় নিম্নোক্ত কর্মসূচিসমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকবে : (ক) সমাজে বসবাসকারী সকল জনগোষ্ঠীর মৌলিক চাহিদা পূরণ ; (খ) সমাজ হতে দারিদ্র দূরীকরণ ; (গ) উৎপাদনের উপকরণসমূহের সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি ; এবং (ঘ) সম্পদের ন্যায়সঙ্গত বন্টন ও পুনর্বন্টনের মাধ্যমে সমাজে ধনী ও গরীবের মধ্যকার ব্যবধান হ্রাস।

উপরোক্ত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য লোক-প্রশাসন অর্থাৎ সরকারী কর্মচারী সংগঠনে লোক নিয়োগের ভিত্তি হবে মেধা। কিন্তু ইসলামের দৃষ্টিতে সরকারী আমলাদের মেধা যাঁচাইয়ের মানদণ্ড কেবল তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা বা পেশাগত দক্ষতার উপর সীমাবদ্ধ নয়। উপরন্তু, তাদের চারিত্রিক সততা, ন্যায়পরায়ণতা এবং সর্বোপরি, ন্যায়বিচারের প্রতি প্রতিশ্রুতিশীলতাও বিবেচ্য বিষয়। ইসলামী প্রশাসন ব্যবস্থায় আল্লাহ, রসুল (সঃ) ও বৈধভাবে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত—এই তিন স্তরবিশিষ্ট কর্তৃত্ব কাঠামো নির্ধারিত হয়েছে। সমাজে ন্যায়বিচারের সাথে দ্রব্য ও সেবা সরবরাহের ক্ষেত্রে কারো প্রতি ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত অনুরাগ বা বিরাগ নয়, বরং সরকারী আমলাদের জন্য ইসলাম নির্ধারিত মৌলিক পথ নির্দেশিকা হচ্ছে, মহাগ্রন্থ আল-কোরআনের বিশ্বজনীন নীতি ও রসুল (সঃ)-এর সুন্নাহ্ এবং কোরআন ও সুন্নাহ্‌র আলোকে ইজ্‌তিহাদ (নৈতিক বিবেচনা)।

ইসলামী প্রশাসনে নেতৃত্ব বা সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভিত্তি হবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাথে পারস্পরিক আলাপ-আলোচনা ও পরামর্শ গ্রহণ। আধুনিক লোক-প্রশাসনে সরকারী কর্মকর্তাদেরকে জনগণের প্রতি দায়িত্বশীল বা জবাবদিহি করার জন্য শুধুমাত্র প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। কিন্তু রাজনৈতিক নিরপেক্ষতা ও বেনামীর ছদ্মাবরণে আধুনিক ব্যবস্থায় সরকারী আমলাদেরকে সরাসরি জনগণের কাছে জবাবদিহি করা সম্ভবপর হয় না। অপরদিকে, ইসলামী প্রশাসন ব্যবস্থায় প্রশাসকদের

জন্য জবাবদিহির ব্যবস্থা ত্রি-মাত্রিক : (ক) প্রশাসনিক পদসোপান ভিত্তিক ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট জবাবদিহি থাকা ; (খ) সরাসরি জনগণের নিকট জবাবদিহি করা ('মাজালিম'-এর মাধ্যমে প্রশাসনের বিরুদ্ধে জনগণের অভিযোগের প্রতিকার করা ছাড়াও সরকারী নেতৃবৃন্দ কর্তৃক প্রতি সপ্তাহে শুক্রবার জুমা'র খোৎবা এবং বার্ষিক হজ্বের সম্মেলনে জনগণের অভিযোগ শ্রবণ ও উত্তরদান ব্যবস্থার মাধ্যমে) ; এবং (গ) শেষ বিচারের দিন স্রষ্টার নিকট জবাবদিহি করার চেতনা মনে জাগরূক রাখার মাধ্যমে। ইসলামী প্রশাসন ব্যবস্থার উপরোক্ত নীতিমালা শুধু তত্ত্বই নয়, এসবের পূর্ণ বিকাশ, প্রকাশ ও বাস্তবায়ন ঘটেছিল হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর জীবদ্দশায় এবং খোলাফা'য়ে রা'শেদীনের শাসনামলে সপ্তম শতাব্দীর মদীনা রাষ্ট্রের লোক-প্রশাসন ব্যবস্থায়।

তথ্য নির্দেশিকা

[1] Dwight Waldo, "The Study of Public Administration" in Richard J. Stillman (ed.), *Public Administration : Concepts and Cases,* Second Edition (Boston : Houghton Mifflin Company, 1780), p. 4.

[2] Gerald E. Caiden, *The Dynamics of Public Administration* (New York : Holt Rinehart and Winston, 1971), p. vii.

[3] Henri Fayol, *General and Industrial Management,* Constance Storrs translated (London : Pitman, 1949), pp, 43-107.

[4] Luther Gulick and L. Urwick (eds.), *Papers on the Science of Administration* (New York : Institute of Public Administration, 1937), p. 13.

[5] ঐ, পৃ : ১৯২।

[6] বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন : Frank Marini (ed.), *Towards A New Public Administration : A Minnowbrook Perspective* (Seranton : Chandler Publishing Company, 1972)। এ ছাড়াও জাতিসংঘের লোক-প্রশাসন বিশেষজ্ঞদের মতে, আধুনিক সমাজে লোক-প্রশাসনের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে 'জনস্বার্থ সংরক্ষণ' বা জনগণের কল্যাণ সাধন করা। দেখুন United Nations, *A Handbook of Public Adminstration,* বাংলায় অনুবাদ করেছেন মোহাম্মদ শামসুর রহমান (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮৯), পৃ: ১৬, ১৮ ও ২৪। কিন্তু বিশেষজ্ঞদের মধ্যে বিতর্ক দেখা দিয়েছে 'জনস্বার্থের' ধারণাটিকে সংজ্ঞায়িত করা নিয়ে। 'জনস্বার্থের' দার্শনিক ভিত্তি বা কর্মকাঠামো কি হবে? বিশিষ্ট লোক-প্রশাসনবিদ D. K. Hart ১৯৭৪ সালে *Public Administration Review*-তে প্রকাশিত এক নিবন্ধে যুক্তি প্রদর্শন করেন যে, জনস্বার্থ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে লোক-প্রশাসন কর্মের ভিত্তি হওয়া উচিত John Rawls কর্তৃক প্রবর্তিত "সামাজিক ন্যায়বিচারের" নীতিমালা, যেখানে ন্যায়বিচারকে সাম্য, স্বাধীনতা এবং সাধারণ সুবিধার্থে অবদান ভিত্তিক বিনিময়/পুরস্কার প্রদানের ব্যাপারে একটি জটিল মিশ্রণ হিসাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন D. K. Hart, "Social Equity, Justice, and the Equitable Administration, *Public Administration Review* 34 (1970), pp. 3-10.

[7] ইসলামী প্রশাসনের মূলনীতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন *A Classic Administrative Policy Letter of Hazrat Ali (RA),* Department of Forms and Stationeries, Government of the People's Republic of Bangladesh, 1976.

[8] H. George Frederickson, "Towards A Theory of the Public for Public Administration", *Administration and Society* 22 (1991), p. 408.

[9] ইসলামের সামাজিক ন্যায়বিচার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন লেখকের *Social Justice in Bangladesh : An Islamic Perspective* (Chittagong : Liberty Forum, 1991) ; এবং "Outlining Social Justice From Comparative Perspective : An Exploration", বিগত ১৯ ও ২০শে জানুয়ারী, ১৯৯৩ ইংরেজী রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত ***বাংলাদেশ ফিলসফিক্যাল কংগ্রেস***-এর ৬ষ্ঠ বার্ষিক সম্মেলনে উপস্থাপিত প্রবন্ধ।

[10] Dudley Seers, "The Meaning of Development": *International Development Review,* Vol. II, No. 4, 1964.

[11] ডঃ এম, ওমর চাপড়া, "নতুন অর্থ ব্যবস্থার সন্ধানে" *ইসলামী ব্যাংকিং*, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, জুলাই-সেপ্টেম্বর, ১৯৯২ ইংরেজী।

[12] Peter M. Blau and Marshall W. Meyer, *Bureaucracy in Modern Society* (New York : Random House, 1971). pp. 8-9.

[13] United Nations, *A Handbook of Public Administration*, 1961, p. 34.

[14] দেখুন Ibnower Mohammed Sharfuddin, "Towards An Islamic Administrative Theory", *American Journal of Islamic Social Science*, Vol . 4, December, 1987, p. 233.

[15] জাতিসংঘ, *এ হ্যান্ডবুক অব পাবলিক এডমিনিস্ট্রেশন*, মোহাম্মদ শামসুর রহমান অনুদিত (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮৯), পৃ : ৫০।

[16] বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন Montgomery Watt, *The Majesty That Was Islam* (London : Sidgwick and Jackson Ltd., 1974), pp. 44-54.

[17] Muhammad Al-Buraey, *Administrative Development : An Islamic Perspective* (London : KPI, 1985), p. 359.

[18] Syed Ameer Ali, *The Spirit of Islam* (London : Christopher, 1961), p. 183.

[19] Muhammad Al-Buraey, *op. cit.*, p. 239.

[20] Luther Gulick and James Pollock, "The Organization of Governmet Administration of the United Arab Republic (Egypt)", quoted by Sulaiman M. at-Tamawi, *Umar Ibn al-Khattab Wa usul as - Siyasah wal Idarah* (Cairo : Dar al-Fikr al-Arabi, 1969), pp. 10-11.

[21] ঐ।

[22] Al-Buraey, *op. cit.*, pp. 239-240.

[23] Felix A. Nigro and Lioyd G. Nigro, *Modern Public Administration* (New York : Harper and Row Publishers, 1980), p. 271.

[24] Peter Self, *Administrative Theories and Politics : An Inquiry into the Structure and Process of Modern Government* (London : George Allen And Unwin Ltd., 1975), p. 229.

[25] Guy Peters, *The Politics of Bureaucracy : A Comparative Perspective* (New York : Longman, 1978), p. 20-21. একটি গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় লোক-প্রশাসনকে জবাবদিহি করার প্রাতিষ্ঠানিক বিধি ব্যবস্থার ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন Abunasar Shamsul

Hoq, *Administrative Reform in Pakistan* (Dacca : National Institute of Public Administration, 1970), pp. 267-288; Ali Ahmed, *Basic Principles and Pactices of Administrative Organization : Bangladesh* (Dacca : NILG, 1981), pp. 170-195.

[26] Farrel Heady, *Public Administration : A Comparative Perspective,* 3r ed. (New York : Marcel Dekker, Inc., 1984), p. 66.

[27] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *বাংলাদেশ সরকারী কর্ম-কমিশন বাৎসরিক প্রতিবেদন,* ১৯৮৮, সারণী ৬, পৃ : ২১।

[28] বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন লেখকের প্রকাশিতব্য গ্রন্থ *Social Justice Through Public Administration : An Islamic Perspective.*